দৈনিক জনকণ্ঠ
তারিখ ...
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৭
সেপ্ট. 24 2002

সরকার বিদেশ থেকে বই আমদানির ওপর নতুন বিধিনিষেধ আরোপ করছে

স্টাফ রিপোর্টার ॥ সরকার বিদেশ থেকে বই আমদানির ওপর নতুন বিধিনিষেধ আরোপ করেছে। অর্থ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গত ৬ জুন থেকে বই আমদানির ক্ষেত্রেও প্রি-শিপমেন্ট ইন্সপেকশন (পিএসআই) পদ্ধতি বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ন্যূনতম ৩ শ মার্কিন ডলার ফী দিয়ে পিএসআই কোম্পানির প্রতিনিধির কাছ থেকে সিআরএফ সার্টিফিকেট সংগ্রহ করতে হচ্ছে যে কোন ধরনের বই আমদানিকারকদের। এ ছাড়া বইয়ের চালান যত বড় হবে, পিএসআই কোম্পানির ফীর হারও ততই বাড়বে। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, বিদেশ থেকে সব ধরনের বই আনার ক্ষেত্রে নতুন শর্ত আরোপ করায় বইয়ের আমদানি খরচ বেড়ে যাচ্ছে। ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে উচ্চ শিক্ষা পর্যায়ের শিক্ষার্থী ও শিক্ষকরা। ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলগুলোর বিভিন্ন বইয়ের দামও বাজারে বাড়বে। এ ছাড়া মেডিক্যাল, প্রকৌশল ও আইন বিষয়ে পড়াশোনারত শিক্ষার্থীরাও বই কেনার ক্ষেত্রে উচ্চমূল্যের শিকার হবে। পক্ষান্তরে এই সুযোগ লুফে নেবে বইয়ের নকলকারীরা। রাজস্ব কমবে সরকারের। এমনিতেই ঢাকার বইপাড়ায় বিভিন্ন ধরনের দুর্লভ বই অবাধে নকল হওয়ায় সংগ্রহকারীরা বাজারে ভাল বই পাচ্ছে না। এখন আমদানি খরচ বেড়ে যাওয়ায় নকলের প্রবণতা আরও বাড়বে। তিনি জানান, যেহেতু আমাদের দেশে উচ্চ শিক্ষার তেমন কোন বই রচিত হয় না, তাই উচ্চ শিক্ষা পর্যায়ের, বিশেষ করে প্রকৌশল, মেডিক্যাল এবং আইন বিষয়ের বিভিন্ন বইয়ের চাহিদা মিটানো হতো আমদানির মাধ্যমে। বেশ কিছুকাল ধরে ঢাকায় এসব বই নকল হতে শুরু করায় আমদানির পরিমাণ এমনিতেই কমে যায়। এখন আমদানি খরচ বেড়ে যাওয়ায় উচ্চ শিক্ষার বইয়ের বাজার পুরোপুরিই নকলনির্ভর হয়ে পড়বে বলে ধারণা করা যায়। তিনি বলেন, ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের অধিকাংশ বই ভারত থেকে আমদানি করা হয়। বই আমদানির ক্ষেত্রে পিএসআই বাধ্যতামূলক করা হলেও প্রকৃতপক্ষে সংশ্লিষ্ট পিএসআই কোম্পানির লোকজন তেমন কোন ইন্সপেকশন করে না। তারা কখনই বইয়ের প্যাকেট খুলেও দেখে না। শুধুমাত্র ফী আদায় করে। কখনও, কখনও নির্ধারিত ফীর চেয়ে বেশি চেয়ে বসে, নইলে হয়রানি করে।